১৫-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ২১-১২-৮৩ মধুবন

তাৎক্ষণিক দান দ্বারা মহাপুণ্যের রহস্য

আজ বিধাতা, বরদাতা বাবা চারিদিকে তাঁর অতি স্নেহী সেবাধারী বাচ্চাদের দেখছেন । সমর্থ সব বাচ্চারা নিজেদের স্নেহের বিশেষত্বের কারণে দূরে থেকেও বাবার কাছে আছে । স্নেহের সম্বন্ধ দ্বারা, তাদের বুদ্ধির স্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতা দ্বারা, তারা সকলেই বাবার কাছাকাছি হওয়ার এবং সমুখে থাকার অনুভব করছে । তাদের তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ তাদের দিব্যতার দ্বারা তাদের নয়ন বুদ্ধিরূপী টিভিতে দূরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখছে অর্থাৎ তারা অনুভব করছে । উদাহরণস্বরূপ, এই বিনাশী দুনিয়ায় বিনাশী সাধন, টিভিতে বিশেষ প্রোগ্রামের সময় সবাই সুইচ অন করে দেয় । একইভাবে, বাচ্চারাও বিশেষ সময়ে তাদের স্মৃতির সুইচ অন করে বসে আছে । সব বাচ্চারা দূরদর্শন দ্বারা দূরের দৃশ্য তাদের কাছে অনুভব করছে দেখে বাপদাদা অতি পুলকিত হচ্ছেন । একই সময়ে বাবা ডবল সভা দেখছেন ।

আজ সূক্ষ্ম বতনে ব্রহ্মাবাবা বিশেষভাবে বাচ্চাদের স্মরণ করছিলেন, কারণ সব বাচ্চারা যে মুহূর্ত থেকে তাদের ব্রাহ্মণ জীবন শুরু করেছিল সময় অনুসারে, সেই ব্রাহ্মণরা তাদের লক্ষ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণতার স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছাতে কি গতিতে চলছে, বাচ্চাদের সেই রেজাল্ট দেখছিলেন । চলছে তো সবাই কিন্তু কি গতিতে (স্পীড) ? তাহলে, তিনি কি দেখেছিলেন ! গতির ক্ষেত্রে সদা এক বরাবর গতি তীব্র হতে হবে অর্থাৎ সদা তীব্রগতি হতে হবে, এক্ষেত্রে তিনি কিছুর মধ্যে অল্পসংখ্যকই দেখেছিলেন । বাচ্চাদের গতি দেখে ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের তরফে প্রশ্ন করেছিলেন, নলেজফুল হতে হতে অর্থাৎ তিনকালকে জেনে, পুরুষার্থ এবং পরিণাম অর্থাৎ প্রালব্ধ জেনে, বিধি আর সিদ্ধি জেনে, তবুও কেন সদাকালের তীব্রগতি বানাতে পারেনা ? কি উত্তর তিনি দিয়ে থাকবেন ? তোমরা কারণ জানো, নিবারণের বিধিও জানো, তবুও কারণকে নিবারণে বদলে দিতে পারো না !

বাবা স্মিতহাস্যে ব্রহ্মাবাবাকে বলেন, অনেক বাচ্চাদের একটা খুব পুরানো আর পাকা (দীর্ঘস্থায়ী) অভ্যাস আছে - সেটা কি ? তোমরা কি করো ! বাবা প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ তাজা ফল খেতে দেন কিন্তু তারা তাদের অভ্যাসে বাধ্য, সেই তাজা ফলকেও শুকিয়ে তারপর গ্রহণ করে । আমি করবো, এটা হয়ে যাবে, এতো অবশ্যই হতে হবে, আমাকে নাম্বার ওয়ান হতেই হবে, মালাতে আমাকে আসতেই হবে , এইরকম ভাবতে ভাবতে প্ল্যান বানাতে বানাতে প্রত্যক্ষ ফলকে ভবিষ্যতের ফল বানিয়ে দেয় । আমি করবো মানেই ভবিষ্যৎ ফল । ভাবো, তৎক্ষণাৎ করো আর প্রত্যক্ষ ফল খাও । স্ব-এর বিষয়ে হোক বা সেবার বিষয়ে, প্রত্যক্ষ ফল বা সেবার তাজা মেওয়া (পুষ্টিকর ফল), তোমরা খুব কম খাও । কিসের থেকে তোমরা শক্তি পাও ? তাজা ফল থেকে ? নাকি শুকিয়ে যাওয়া ফল থেকে? কারও কারও এইরকম বলার অভ্যাস আছে
- "পরে খেয়ে নেবো" - এইরকম বলে তারা তাজা ফলকে শুকনো করে ফেলে । এইরকম এখানেও তোমরা বলো, যদি এটা হয় তবেই আমি করবো । এইরকমই তোমরা বেশি ভাবো । তোমরা কিছু ভাবলে, ডিরেকশন পেলে আর সেটা তৎক্ষণাৎ করে নিলে, এইরকম না করে তোমরা ডিরেকশনও তাজা থেকে শুকনো অর্থাৎ পুরানো বানিয়ে দাও । তারপর তোমরা ভাবো, ডিরেকশন হিসেবেই তো করেছি কিন্তু রেজাল্ট সেইরকম বের হয়নি । কেন ? কারণ সময়ের ব্যবধান। সময় অনুসারে (ভাগ্যের) রেখা বদলে যায় । যেকোন ভাগ্যরেখা সময় অনুযায়ীই বানানো হয় বা শোনানো হয় ।

এই কারণে সময়ের পরিবর্তনে বায়ুমণ্ডল, বৃত্তি, ভাইব্রেশন সব বদলে যায়, এইজন্য গাওয়া হয়ে থাকে, 'তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য' । ডিরেকশন পাওয়ার সাথে সাথে সেই সময়েই তোমরা সেটা করো, সেই একই উৎসাহের সাথে । এইরকম সেবার তাজা মেওয়া অর্থাৎ পুষ্টিকর ফল তোমরা লাভ করো এবং তা' গ্রহণ করে অর্থাৎ প্রাপ্ত করে তোমরা শক্তিশালী আত্মা হয়ে স্বতঃই তীব্রগতিতে ক্রমাগত চলতে থাকো । সবাই তোমরা ফল খাও, কিন্তু কি ধরনের ফল খাচ্ছো তা' চেক করো । ব্রহ্মাবাবা তোমরা সব বাচ্চাদের তাজা ফল দিয়ে শক্তিশালী আত্মা বানিয়ে সদা তীব্র গতিতে চলার সঙ্কল্প দেন । ব্রহ্মাবাবার এই সঙ্কল্প নিরন্তর তোমাদের স্মৃতিতে রেখে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটা কর্মের শ্রেষ্ঠ এবং তাজা ফল খেতে থাকো । তখন তোমরা কখনও কোনও প্রকারের দুর্বলতা বা ব্যাধি অনুভব করবে না । ব্রহ্মাবাবা মৃদু হাসছিলেন, যেভাবে বর্তমান সময়ের বিনাশী ডক্টর্স রায় দেন, সবকিছু তাজা খাও । কোনো খাবার জিনিস পুড়িয়ে বা ভেজে খেওনা, খাওয়ার আগে এগুলোর রূপান্তর ঘটিও না । এইরকমই তো তারা বলে, তাই না ? তাইতো, ব্রহ্মাবাবাও বাচ্চাদের বলছিলেন, সময় অনুযায়ী যে রূপে যে শ্রীমৎ তোমরা পাবে, সেই সময়েই ওই রূপেই তা' প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করো, এইভাবে তোমরা ব্রাহ্মবাবার সমান তাৎক্ষণিক দানী মহা পুন্যাত্মা হয়ে নাম্বার ওয়ানে এসে যাবে । ব্রহ্মাবাবা আর জগৎ অম্বা ফার্স্ট রাজ্য-অধিকারী । দুই আত্মার মধ্যে তোমরা কি বিশেষত্ব দেখেছো ? তাঁরা কিছু ভেবেছেন আর তৎক্ষণাৎ সেটা করেছেন । তাঁরা কখনো ভাবেননি, এটা করা হলে এটা করবো । তাঁদের এই বিশেষত্বই ছিলো । সুতরাং, যারা মাদার ফাদারকে ফলো করে, সেই মহা পুন্যাত্মা পুণ্যের শ্রেষ্ঠ ফল খায় এবং ক্রমাগত তারা শক্তিশালী হয় । তাদের স্বপ্নেও বা সঙ্কল্পেও সামান্যতমও দুর্বলতা থাকেনা । এইভাবে তারা সদা তীব্রগতিতে চলছে । যতই হোক, তারা সংখ্যায় মাত্র কিছুর মধ্যে কিছু ।

সাকার সৃষ্টির রচয়িতা হওয়ার কারণে এবং সাকার রূপে পালনা দেওয়ার পার্ট প্লে করার কারণে, ব্রাহ্মবাবার সেই বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ আছে, যারা সাকাররূপে তাদের পার্ট প্লে করছে । যাদের প্রতি তোমার বিশেষ স্নেহ আছে, তাদের দুর্বলতা তোমার নিজের দুর্বলতা বলে মনে হবে । তোমরা সব বাচ্চাদের দুর্বলতার কারণ দেখে ব্রহ্মাবাবা তোমাদের জন্য গভীর স্নেহ অনুভব করেন, তোমরা এখন অবিরতভাবে শক্তিশালী, অবিরত তীব্র পুরুষার্থী এবং অবিরত উড়তি কলায় স্থিত হও । বারবারের মেহনত করা থেকে তোমরা রেহাই পাও ।

ব্রহ্মাবাবার কথা শুনলে ! ব্রহ্মাবাবার নয়নে বাচ্চারা মিশে আছে । ব্রহ্মাবাবার বিশেষ ভাষা তোমরা জানো ? কি বলেন তিনি ? তিনি সবসময় বলেন, "আমার বাচ্চা, আমার বাচ্চা!" বাবা মৃদু হাসেন । তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা, সেই কারণে তোমরা নিজেদের সারনেম বলো, ব্রহ্মাকুমার-ব্রাহ্মকুমারী, তাই না ! শিবকুমার-শিবকুমারী তো বলো না । ব্রহ্মার সাথেই তোমাদের চলতে হবে । বিভিন্ন নাম রূপ নিয়ে তোমরা বেশি সময় তো ব্রহ্মাবাবার সাথেই থাকো, তাই না ! তোমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী রচনা । বাবা তো সাথে আছেনই । তবুও সাকারে ব্রহ্মারই পার্ট । আচ্ছা আরও রুহ্ -রুহান বাবা তোমাদের অন্য সময়ে শোনাবেন ।

এই গ্রুপে তিন জায়গার বিশেষ নদী এসেছে । ডবল বিদেশি তো গুপ্ত গঙ্গা, কারণ এখন তাদের টার্ন নয় । এখন দিল্লি, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র এই তিন নদীর সাথে এখন বিশেষ মিলন । যাই হোক, অন্যান্যরাও এর মধ্যে বাড়তি লাভ করে নেয় । যারা তাদের টার্নে এসেছে তারা নিজের অধিকার নেবেই, কিন্তু ডবল বিদেশিরাও দৌড়ঝাঁপ করে এখানে পৌঁছে গেছে নিজেদের অধিকার প্রথমে নেবে

বলে । সুতরাং, তারাও তো প্রিয় হবে, তাই না ! ডবল বিদেশিদেরও অপ্রত্যাশিত বাড়তি লাভের ভান্ডার লাভ হচ্ছে । তারপর আবার নিজেদের টার্নের ভান্ডার লাভ করবে । চারিদিকের সব বাচ্চারা বাপদাদার প্রিয়, কারণ সব জায়গারই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । দিল্লি সেবার বীজ স্থান এবং কর্ণাটক তথা মহারাষ্ট্র বৃক্ষের বিস্তার । বীজ নীচে থাকে, সেখানে বৃক্ষের বিস্তার অনেক বিশাল, তাই দিল্লি বীজরূপ হয়েছে । অন্তে বীজরূপ ভূমিতেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে । কিন্তু এখন কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট এই তিন জায়গারই বিশেষ বিস্তার । বিস্তার বৃক্ষের সৌন্দর্য । কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে সেবার বিস্তারের কারণে ব্রাহ্মণ বৃক্ষের সৌন্দর্য । বৃক্ষ সজ্জিত হচ্ছে । লোকে দুটো প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করে । প্রথমে তো তারা খরচের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা সম্বন্ধে । সুতরাং কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র উভয়ই সংখ্যার হিসেবে ব্রাহ্মণ পরিবারের শৃঙ্গার । বীজের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । বীজ না হলে বৃক্ষও নির্গত হত না । কিন্তু বীজ এখন খানিক গুপ্ত । বৃক্ষের মহা বিস্তার । যেখানেই সেবার জন্য প্রথম নিমন্ত্রণ পেয়েছো বা নিয়েছো, এর সবই দিল্লিতে শুরু হয়েছিলো । যদি সবাই তোমরা দিল্লিতে না যেতে তবে সেবার ফাউন্ডেশন হত না । এইজন্য সেবার স্থান দিল্লিই হয়েছে এবং তা' রাজত্বের স্থানও হবে । ব্রাহ্মণ যেখানে প্রথম পা রেখেছে, সেটাই তীর্থস্থান হয়েছে এবং রাজ্য স্থানও সেটাই হবে । বিদেশেরও অনেক মহিমা । প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বিদেশ থেকেও এই দেশে এসে পৌঁছাবে । বিদেশ না থাকলে প্রত্যক্ষতা কিভাবে হত ! এইজন্য বিদেশেরও মহত্ব আছে । বিদেশের আওয়াজ শুনে ভারতবাসী জাগবে । প্রত্যক্ষতার আওয়াজ বার হওয়ার স্থান বিদেশই হবে, তাই না ! সুতরাং এটাই হলো বিদেশের বিশেষত্ব । বিদেশে যারা থাকে, মূলতঃ, তারা তো এদেশেরই । নামমাত্র বিদেশে বসবাসকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের উদ্যম উৎসাহ দেখে দেশবাসীরও উদ্যম-উৎসাহ বর্ধিত হয় । এটাও তাদের গুপ্ত সেবার পার্ট । সুতরাং সব স্থানেরই বৈশিষ্ট্য এর নিজের, তাই না ! আচ্ছা -

যারা তাৎক্ষণিক দান দেয়, সেই মহা পুন্যাত্মারা, যারা তাদের ভাবনায় এবং করায় সদা তীব্র পুরুষার্থী, যারা প্রতি সেকেন্ডে তাদের প্রতি সঙ্কল্পের সেবার পুষ্টিকর ফল খায়, এইরকম সদা শক্তিশালী ফলো ফাদার আর ফলো মাদার করে, যারা ব্রহ্মাবাবার সঙ্কল্পকে কার্যকর করে, এইরকম দেশে বিদেশের চতুর্দিকের সমর্থ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -
যারা সেবা করে, তারা সেই সেবার পুষ্টিকর ফল খায় । যারা মেওয়া খায় তারা সদা স্বাস্থ্যবান থাকে । শুকনো মেওয়া নয়, তোমরা তাজা মেওয়া খাও । সেবাধারী তারাই যারা ভাগ্য অধিকারী । কতো বড় ভাগ্য তোমাদের ! ভক্তরা স্মারক চিত্রের সামনে গিয়ে সেবা করে । তারা সেই সেবাকে মহাপুণ্য মনে করে । আর তোমরা কোথায় সেবা করো ! চৈতন্য মহাতীর্থে । তারা শুধু তীর্থে গিয়ে পরিক্রমণ করে ফিরে আসে, তবুও তাদের মহান আত্মা হিসেবে মহিমান্বিত করা হয় । তোমরা তো মহানতীর্থে সেবা করে মহান ভাগ্যশালী হয়ে গেছ । যারা সেবায় তৎপর থাকে তাদের কাছে মায়া আসতে পারে না । সেবাধারী অর্থাৎ মনেও সেবাধারী, তন দ্বারা সেবাতেও, তারা উভয়তঃ বিজি থাকে । তনের সাথে মনও যদি বিজি থাকে তবে মায়া আসবে না । তন দ্বারা স্থূল সেবা করো, আর মন দ্বারা বাতাবরণ, বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী বানানোর সেবা করো । ডবল সেবা করো, সিঙ্গল নয় । যারা ডবল সেবাধারী তাদের প্রাপ্তিও তেমন হবে ! মনেরও লাভ, তনেরও লাভ, আর তোমরা অগাধ সম্পদ লাভ করবে । এমনকি এই সময়ে প্রকৃত সেবাধারীর কখনো অনাহারে মৃত্যু হবে না । কমপক্ষে দুটো রুটি অন্ততঃ তোমরা অবশ্যই লাভ করবে । তাহলে সবাই তোমরা সেবার লটারিতে নিজেদের

নম্বর নিয়েছো ? যখনই যাও, যেখানে যাও এই খুশি সদা তোমাদের সাথে রাখো, কারণ বাবা সদাসর্বদা তোমাদের সাথে আছেন । খুশিতে নাচতে নাচতে সেবার পার্ট প্লে করে চলো । আচ্ছা !

প্রশ্নঃ – সঙ্গমযুগের কোন বিশেষত্ব সারা কল্পে আর হতে পারেনা ?

উত্তরঃ – একমাত্র সঙ্গমযুগেই আমার বাবা বলার অধিকার সবার থাকে । একাধিপতিকেই সবাই আমার বাবা বলে । আমার বলা অর্থাৎ অধিকারী হওয়া । সঙ্গমেই প্রত্যেকের এক বাবার সাথে আমার ভাবের অনুভব হয় । যখন তোমরা আমার বাবা বলো তখন তোমরা অবিনাশী বর্সার অধিকারী হয়ে যাও । সবকিছু তখন আমার হয়ে গেল । হদের আমিত্ব নয়, বেহদের আমিত্ব । অতএব, বেহদের আমিত্ব বোধের খুশি বজায় রাখো ।

প্রশ্নঃ – নিকটে থাকা আত্মার লক্ষণ কি ?

উত্তর – যে আত্মারা সমীপে থাকে অর্থাৎ কাছে থাকে, তারা বাবার সমান সদা তাদের প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রতিটা বোল এবং প্রতিটা কর্ম করে । যারা কাছাকাছি হবে তারা অবশ্যই বাবা সমান হবে । দূরবর্তী
আত্মারা সামান্যমাত্রই লাভ করে । নিকটবর্তী আত্মারা তাদের পুরো অধিকার লাভ করবে । সুতরাং যা বাবার সঙ্কল্প, বাবার বোল তা' তোমাদের, একেই বলা হয়ে থাকে সমীপ অর্থাৎ কাছের হওয়া ।

প্রশ্নঃ – কোন স্মৃতি তোমাদের সদা বজায় রাখা প্রয়োজন যাতে তোমাদের টাইম কখনও ওয়েস্ট হবেনা ?

উত্তরঃ, - সদা এই স্মৃতি থাকতে হবে যে এখন এই সঙ্গমের সময়, অতি শ্রেষ্ঠ লটারির প্রাপ্তি হয়েছে । বাবা আমাদের হীরাসম দেবতা বানাচ্ছেন, এই স্মৃতি যাদের থাকে তারা কখনও টাইম ওয়েস্ট করেনা । এই নলেজই তোমাদের সোর্স অফ ইনকাম । এইজন্য কখনো তোমার পড়া মিস্ কোরোনা ।

প্রশ্নঃ – আত্মা কোন জিনিস সবচেয়ে ভালোবাসে ? ভালোবাসার লক্ষণ কি ?

উত্তরঃ – এই শরীর আত্মার সবচেয়ে প্রিয় । শরীরের প্রতি তার এত ভালোবাসা যে সে শরীর ছাড়তে চায় না । না ছাড়ার জন্য অনেক অজুহাত তৈরি করে । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এই শরীর কালিমালিপ্ত, তমোপ্রধান । তোমাদের এখন নতুন শরীর নিতে হবে, এইজন্য এই পুরানো শরীর থেকে সমস্ত মমত্ব ত্যাগ করো । এই শরীরের অস্তিত্বের বোধ যেন না থাকে, এটাই তোমার লক্ষ্য ।

প্রশ্নঃ – কোনও প্ল্যানকে প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ কোন্ শক্তি প্রয়োজন ?

উত্তরঃ – পরিবর্তন করার শক্তি । যতক্ষণ পরিবর্তন করার শক্তি হবেনা, ততক্ষণ তোমার নির্ণয়ও প্র্যাকটিক্যাল রূপে আনতে পারবে না, কারণ প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক স্থিতিতে, নিজের প্রতিই হোক বা সেবার প্রতি, তোমাকে পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে ।

বরদানঃ – বালক আর মালিকভাবের ব্যালেন্স দ্বারা পুরুষার্থ আর সেবায় সদা সফলতামূর্ত ভব

সদা এই নেশা রাখো, তুমি বেহদ বাবার বালক এবং বেহদ বর্সার মালিক । কিন্তু যখন কোনো রায় দিতে হবে, যখন প্ল্যান বানাতে হবে অথবা কোনো কার্য করতে হবে, তখন মালিক হয়ে করো এবং যখন মেজরিটি দ্বারা বা নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের দ্বারা কোনও বিষয় ফাইনাল হয়ে যায়, তখন সেই সময় বালক হয়ে যাও । কোন্ সময় রায় বাহাদুর হতে হবে আর কখন রায় অনুসরণকারী হতে হবে, সেই কৌশল জেনে নিলে তবে পুরুষার্থ এবং সেবা দুটোতেই সফল হবে ।

স্লোগানঃ – নিমিত্ত আর নির্মাণচিত্ত হওয়ার জন্য মন আর বুদ্ধি প্রভুকে অর্পণ করে দাও ।